গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড**
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.wewb.gov.bd

নং-৪৯.০৪.০০০০.০৪৪.০৬.০২৮.১৮/(৫৩)১৯৬ তারিখ: ১৭ নভেম্বর, ২০২০খ্রিঃ।

**বিষয়: প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২০।**

প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে দেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান রাখছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী এবং তাঁর পরিবারের জন্য নানামুখী কল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসীদের পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে তাঁদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের উন্নয়নে ও সহায়তায় ভাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা প্রবাসী পরিবারের অর্থবহ এবং টেকসই কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১। এই নীতিমালা "প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের ভাতা সংক্রান্ত নীতিমালা- ২০২০" নামে অভিহিত হবে।

**২। উদ্দেশ্য:**

ক) প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের আর্থিক সমস্যা নিরসনে সহায়তা করা;
খ) প্রবাসী কর্মীর পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ় করা;
গ) রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসী কর্মীদের উৎসাহিত করা;
ঙ) বৈধভাবে বিদেশ গমনে উৎসাহ প্রদান করা;
চ) প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
ছ) প্রবাসী কর্মীর পরিবারের টেকসই উন্নয়ন ও কল্যাণে সহায়তা করা।

**৩। প্রতিবন্ধী ভাতা যারা প্রাপ্য হবে:**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে যে সকল অভিবাসী কর্মী বিদেশে কর্মরত আছেন বা ছিলেন অথবা বিদেশে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা ছুটিতে এসে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা নির্ধারিত কল্যাণ ফি জমা দিয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মেম্বারশিপ গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতিবন্ধী সন্তানগণ ভাতা প্রাপ্য হবে। এছাড়া মৃত কর্মীর সন্তানদের ক্ষেত্রে দূতাবাসের এনওসি তে উল্লিখিত বৈধতা অথবা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক আর্থিক অনুদান প্রদান করা হলে তাঁদের প্রতিবন্ধী সন্তানগণ "প্রতিবন্ধী ভাতা" প্রাপ্য হবে।

**৪। ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রতিবন্ধিতা:**

ক) অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autisom or autism spectrum disorders);
খ) শারীরিক প্রতিবন্ধীতা (physical disability);
গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধীতা (mental illness leading to disability);
ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা (visual disability) ;
ঙ) বাক প্রতিবন্ধীতা (speech disability);
চ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা (intellectual disability);
ছ) শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা (hearing disability);
জ) শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা (deaf-blindness);
ঝ) সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধীতা (cerebral palsy);
ঞ) ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধীতা (down syndrome);
ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধীতা (multiple disability); এবং
ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধীতা (other disability)।

**৫। প্রতিবন্ধিতা নির্ধারণের মাপকাঠি:**

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ২(৯) অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতা নির্ধারিত হবে। উক্ত ধারা অনুযায়ী "প্রতিবন্ধিতা" অর্থ "যেকোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত , বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।"

**৬। প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য আবেদন আহবান ও আবেদন জমা প্রদানের পদ্ধতি:**

ক) আবেদন আহবান: ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইট, জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এর নোটিশ বোর্ড এবং পত্রিকা/ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রতি বছর জানুয়ারি হতে মার্চ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরিতে আবেদন আহবান করা হবে;

খ) আবেদন গ্রহণ: প্রতিবন্ধী ভাতার আবেদনপত্র সরাসরি/ ডাকযোগে/অনলাইনে গ্রহণ করা যাবে।

**৭। আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি:**

ক) পিতা/মাতা প্রবাসী কর্মী হওয়ার স্বপক্ষে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি (যেমন: পাসপোর্ট এবং বিএমইটি'র বহির্গমন ছাড়পত্র (ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স) সম্বলিত পাসপোর্টের পৃষ্ঠা/স্মার্ট কার্ড অথবা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মেম্বারশীপ সনদের ফটোকপি;

খ) প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর সন্তানদের ক্ষেত্রে দূতাবাস কর্তৃক ইস্যুকৃত এনওসি/আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির প্রমাণপত্র;

গ) প্রতিবন্ধীর ০২ (দুই) কপি ছবি (কাউন্সিলর/মেয়র/চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত);

ঘ) নাগরিকত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রমাণপত্র হিসেবে কাউন্সিলর/মেয়র/চেয়ারম্যান এর প্রত্যয়নপত্রের ফটোকপি;

ঙ) অনুচ্ছেদ '৫' অনুযায়ী প্রতিবন্ধীর প্রতিবন্ধিতা নিরূপণের প্রমাণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত সুবর্ণ নাগরিক পরিচয়পত্র;

চ) প্রতিবন্ধী হিসেবে কোনো সরকারি/বেসরকারি প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছে কিনা এরূপ প্রমাণপত্র (যদি থাকে)।

**৮। বাছাই ও নির্বাচন কমিটি:**

প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের নিমিত্ত বাছাই কমিটি ও নির্বাচন কমিটি নামে নিম্নরূপ দুইটি কমিটি থাকবে।

**ক) বাছাই কমিটি:**

| | |
|---|---|
| ১) পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) | আহবায়ক |
| ২) উপপরিচালক (কল্যাণ) | সদস্য |
| ৩) সহকারী পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) | সদস্য সচিব |

**বাছাই কমিটির কার্যপরিধি:**

প্রতিবন্ধীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই-বাছাই করতঃ তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদনের নিমিত্ত নির্বাচন কমিটির নিকট পেশ করা।

**খ) নির্বাচন কমিটি:**

| | |
|---|---|
| ১) মহাপরিচালক | আহবায়ক |
| ২) পরিচালক (আইআরপি) | সদস্য |
| ৩) পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) | সদস্য |
| ৪) মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৫) বিএমইটির একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের) | সদস্য |
| ৬) উপপরিচালক (কল্যাণ) | সদস্য |
| ৭) পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) | সদস্য সচিব |

**নির্বাচন কমিটির কার্যপরিধি:**

ক) বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীর তালিকা হতে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের তালিকা চূড়ান্ত করা;

খ) সময় সময়ে নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

**৯। বিশেষ শর্তাবলী:**

একজন প্রবাসী কর্মীর সর্বোচ্চ ২ (দুই) জন সন্তান প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্য হবে।

**১০। ভাতার মেয়াদ ও পরিমাণ:**

প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ভাতা প্রদান করা হবে। জানুয়ারী ২০২১ হতে ভাতা প্রদান কার্যকর হবে। ভাতার পরিমাণ হবে মাসিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং উক্ত ভাতা বছরে ০১ বার প্রতিবন্ধী/অভিভাবকের অনুকূলে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

**১১। বিবিধ:**

প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের পর কোনো প্রতিবন্ধীর আবেদনে প্রদত্ত তথ্যে অনিয়ম বা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে কর্তৃপক্ষ তার "প্রতিবন্ধী ভাতা" বাতিল/স্থগিত কিংবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

**(মোঃ হামিদুর রহমান)**
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।